দৈনিক খবর

46

তারিখ ... 10 JAN 1990
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

(৩২)

চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সেকেলে রয়ে গেছে

॥ আলমগীর কবির কামাল ॥

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো সেই মান্ধাতার আমলের পর্যায় অতিক্রম করতে পারেনি। সরকার যখন প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বের কারণে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকারী করেছেন তখন এই জেলার অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এই গুরুত্বের প্রতি কেউ যত্নশীল হচ্ছে না। এ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের কোন পদক্ষেপ নেই। সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক পর্যায়ে মারাত্মক গাফলতি আর সুবিধা ভোগের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রকৃত শিক্ষার মান বজায় নেই।

এ জেলার শিক্ষকরা নতুন নিয়োগ লাভের পর পরই সংশ্লিষ্ট অফিসে ধর্না দিতে শুরু করে এই কারণে যে, কিভাবে বাড়ীর নিকটের স্কুলে বদলী নেয়া যায়।

তাছাড়াও জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিরাজ করছে মারাত্মক ধরনের অভ্যন্তরীণ সমস্যা। শিক্ষক স্বল্পতা, আসবাবপত্রের অভাব, ঘরের অভাব, টেবিল, চেয়ার, বই, খাতাপত্র সবকিছুর অভাবে গোটা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার চরম দুর্গতি চলছে।

অন্যসব জেলার মত লোকসংখ্যা অনুপাতে এ জেলার প্রাথমিক শিক্ষায়তন গড়ে উঠেনি। সরকারী হিসাব মতে এ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩শ' ৫৯টি। এর মধ্যে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯টি জনসংখ্যা অনুপাতে প্রতি ২ হাজার ৬শ ৩৯ জনের জন্য রয়েছে ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

গত অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতি উপজেলায় ২টি করে বিদ্যালয়ের সরকারী মঞ্জুরী প্রদান করে। এই হিসাব জেলায় মোট ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী মঞ্জুরীপ্রাপ্ত হয়। জেলার ৩শ' ৫৯টি বিদ্যালয় কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষকের সংখ্যা প্রধান শিক্ষকসহ ১ হাজার ৫শ' ১৩ জন। ১ম হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৯ হাজার ৩শ' ২১ জন।

প্রতি ৪০ জন ছাত্রের জন্য ১ জন শিক্ষকের নিয়ম এ জেলায় অনুপস্থিত।

শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য পড়ে রয়েছে। জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার উপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৯ লক্ষাধিক জনবসতিপূর্ণ এ জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার মান অনেকাংশে নিম্নমুখী। প্রায় ৬৪ দশমিক ৩৫ ভাগ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ বহুলাংশে বিঘ্নিত হচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহের স্কুলগুলো নামমাত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে টিকে রয়েছে।

ঘর আছে তো দোর নেই। মাটি আছে তো বিল্ডিং নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে সব থেকেও শিক্ষকদের অবহেলায় কিছুই না থাকার সামিল হয়ে রয়েছে। প্রায় ৯০ ভাগ স্কুলেই আসবাবপত্র যেমন চেয়ার-টেবিল, চক, ডাষ্টার, ব্লাক বোর্ড, পায়খানা প্রভৃতির তীব্র অভাব রয়েছে। এমনও অনেক স্কুল রয়েছে সেখানে ছাত্রছাত্রীর চক নিয়ে শিক্ষকরা ব্লাক বোর্ডে লিখে থাকে। জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোর বিদ্যালয়গুলোতে চরম অবহেলা বিরাজ করছে। সপ্তাহের প্রতি কার্যদিবসে এসব স্কুল খোলা থাকে না। শিক্ষকরা নিজেদের খেয়াল-খুশী মতো এসব স্কুল চালিয়ে থাকে। ৫/৬ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩/৪ জনই অনুপস্থিত থাকে।

জানা যায়, এসব কারবার অবগত হবার পরও সংশ্লিষ্ট বিভাগ কালেভদ্রে এসব এলাকা পরিদর্শনে যান। একটি সূত্র জানিয়েছে, ট্যুর না করে পরিদর্শকরা যথারীতি বিলের টাকা উঠিয়ে থাকেন। ঐসব বিদ্যালয়েও হাতেগড়া নিয়ম যথারীতি চলছে।

জেলার প্রায় ৬০টির অধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের ভগ্নদশা প্রকট আকার ধারণ করেছে। অধিকাংশে সময়েই এসব বিদ্যালয়ের ছাদ চুয়ে পানি ঝরে। যে কোন সময় এগুলো ভেঙ্গে পড়ার আশংকা রয়েছে। সম্প্রতি রামজীবনপুর গ্রামের বহু পুরনো একটি স্কুল ভবনের ছাদ হঠাৎ করে ভেঙ্গে পড়ে। বাঁশের খুঁটি দিয়ে বিদ্যালয়ের ছাদটি দীর্ঘদিন যাবৎ ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল।

দুর্ঘটনার ভয়ে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েরা পার্শ্ববর্তী গাছতলায় ক্লাস করে। ঝড়ে বিধ্বস্ত প্রায় ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও ঘরদোর পুনঃ নির্মিত না হওয়ায় খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করে। এছাড়াও জেলায় মেঘ দেখলে ছুটির ঘন্টা বাজে এমন স্কুলের সংখ্যাও কম নয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সরকারী সার্বজনীন শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে বিনামূল্যে শিক্ষা বর্ষের দিকে খেয়াল না রেখেই বইপত্র প্রায়ই ফেরীতে বিলি করা হয়। অনেক সময় ছাত্রছাত্রীরা সেট ধরে বইপত্রও পায় না। সার্বজনীন শিক্ষা প্রকল্পের বই বাজারেও কিনতে পাওয়া যায়। তবে চড়া দামে এবং গোপনে। সরকার প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য নোট বই ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এই নিষেধের তোয়াক্কা না করে জেলার বিভিন্ন লাইব্রেরীতে অবাধে নোট বই বিক্রি হচ্ছে। এতে করে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নতি লাভ করছে না।